আখেরাত সিরিজ-৭
আখেরাত পর্ব-৪

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ নামের ২য়টি আখেরাত আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল অন'আম ৬:৩২

১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখেরাতের ঘরই উত্তম।

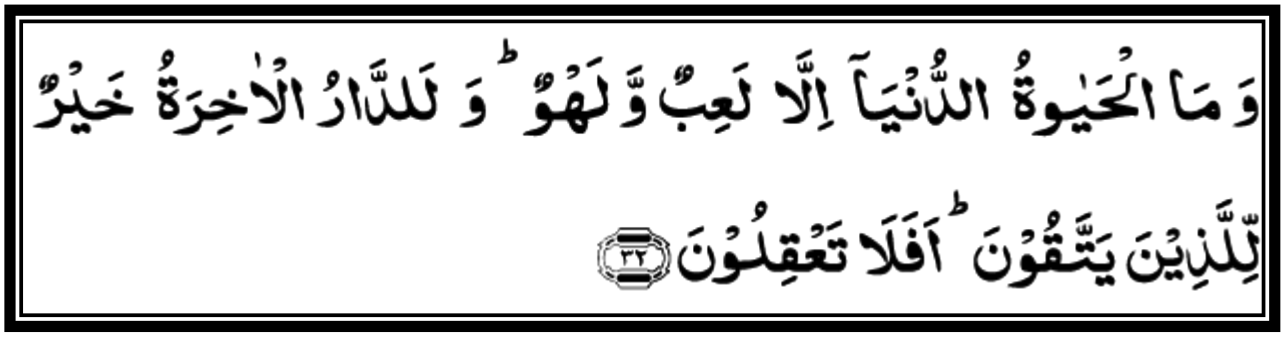
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না? (সূরা আল অন'আম ৬:৩২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল অন'আম ৬:৯২

২. যারা আখেরাতে বিশ্বাসী তারা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা তাদের সালাতের হিফাজত করে।

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ
لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

আমি এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের প্রত্তায়নকারী এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা ও উহার চতুষ্পার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক কর। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাজত করে। (সূরা আল অন'আম ৬:৯২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল অন'আম ৬:১১৩

৩. তারা (মানুষ ও জ্বীন শয়তান) পরস্পরের কাছে ইংগিত (ওহী) করে যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তাদের মন যেন সেদিকে অনুরাগী হয়।

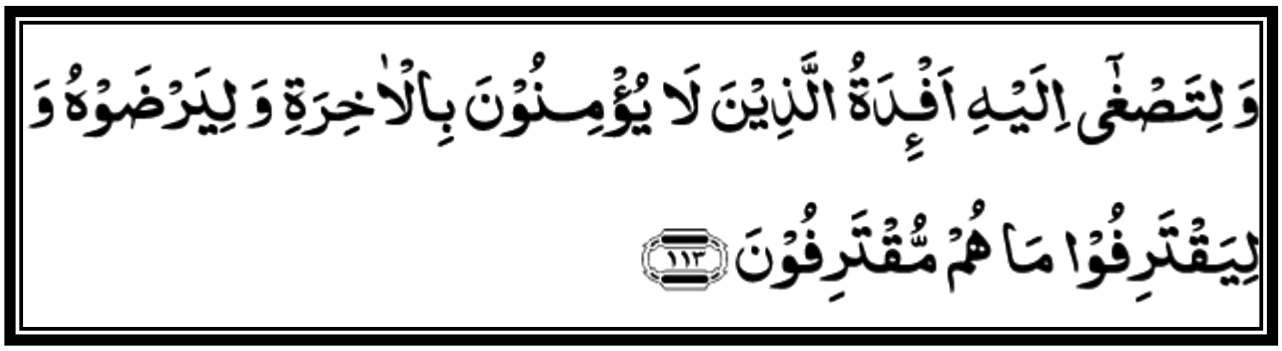
وَ لِتَصْغٰۤی اِلَیْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ لِیَرْضَوْهُ وَ
لِیَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

আর তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেনো তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহাই যেনো তাহারা করিতে থাকে। (সূরা আল অন'আম ৬:১১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল অন'আম ৬:১৫০

৪. [মুহাম্মদ (স:) কে বলা হচ্ছে]: যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা তার প্রভুর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।

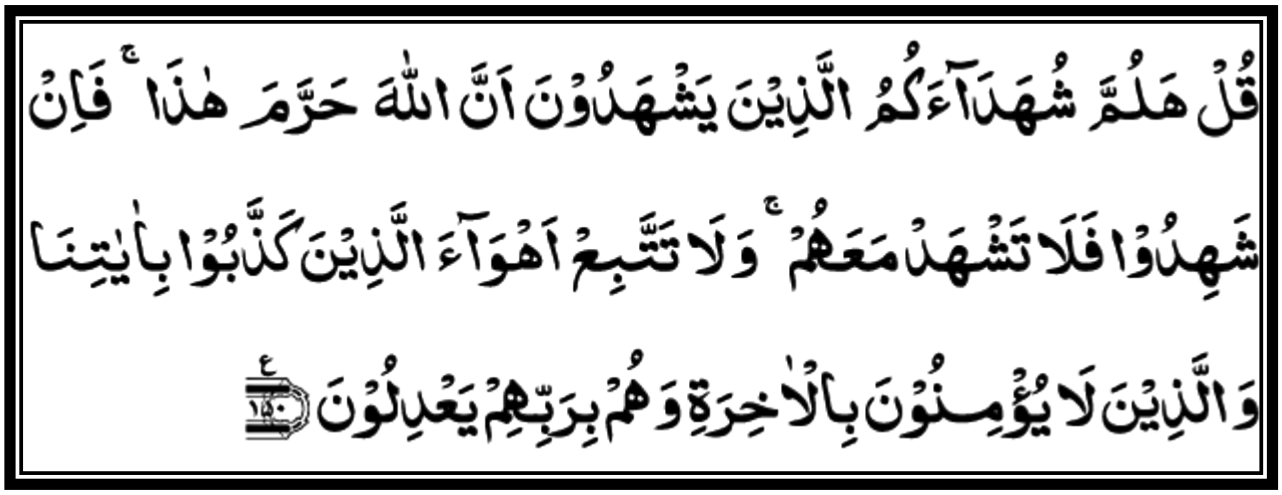
قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ
شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

বল, আল্লাহ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ সমন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদেরকে হাজির কর। তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সঙ্গে ইহা স্বীকার করিও না। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। (সূরা আল অন'আম ৬:১৫০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:৪৫

৫. যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াতো এবং তারা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের।

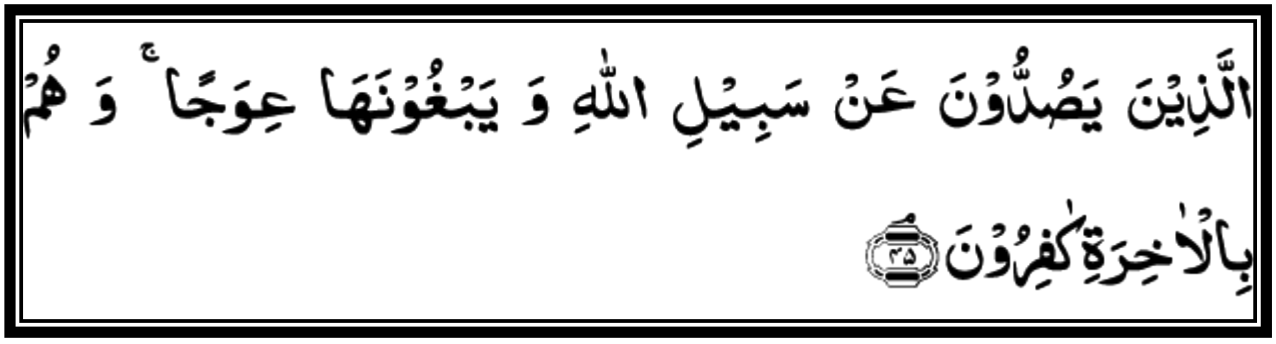
اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ
بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

যাহারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত; উহারাই আখিরাতে সমন্ধে অবিশ্বাসী। (সূরা আল আরাফ ৭:৪৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:১৪৭

৬. যারা আমাদের আয়াত এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, নিষ্ফল হয়ে গেছে তাদের আমল।

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ
يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۷﴾

যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বিকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হইবে। (সূরা আল আরাফ ৭:১৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:১৫৬

৭. হজরত মুসা (আ:) এর দোয়া: আমাদের জন্যে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দাও এবং আখেরাতেও। আমরা তোমার দিকেই পথ ধরলাম।

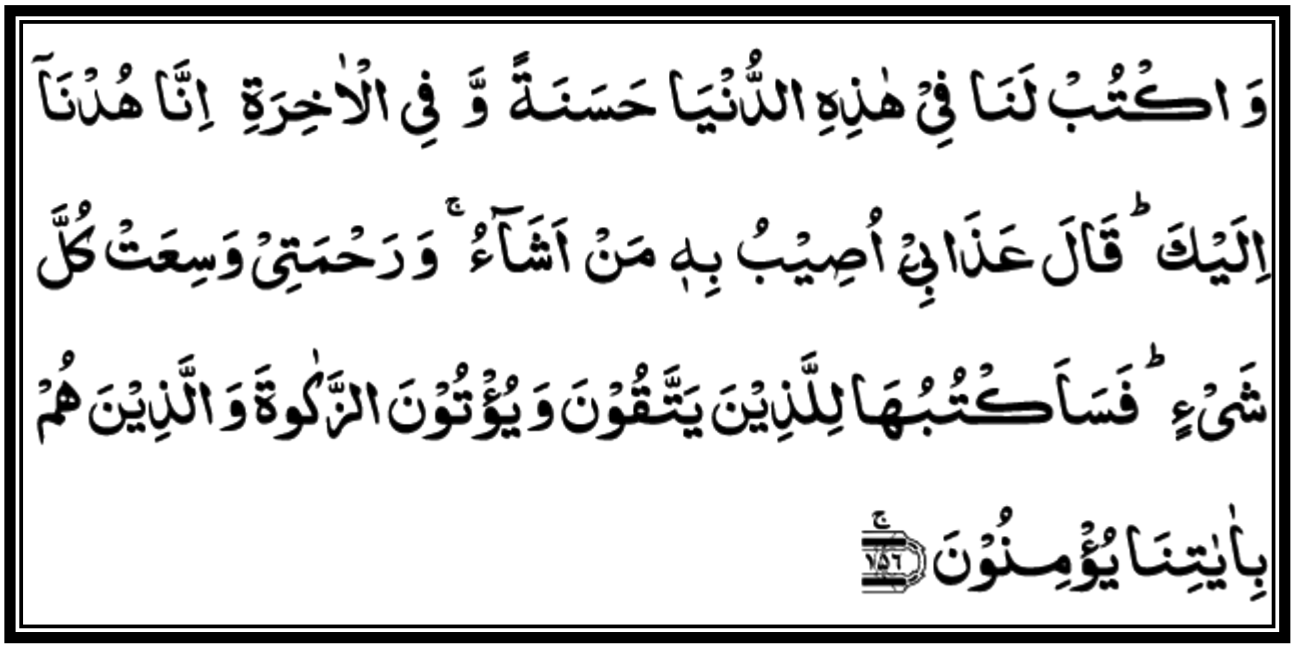
وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ
اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আল্লাহ বলিলেন, আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দোয়া-তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। (সূরা আল আরাফ ৭:১৫৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল আরাফ ৭:১৬৯**

৮. যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখেরাতের ঘরই উত্তম, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

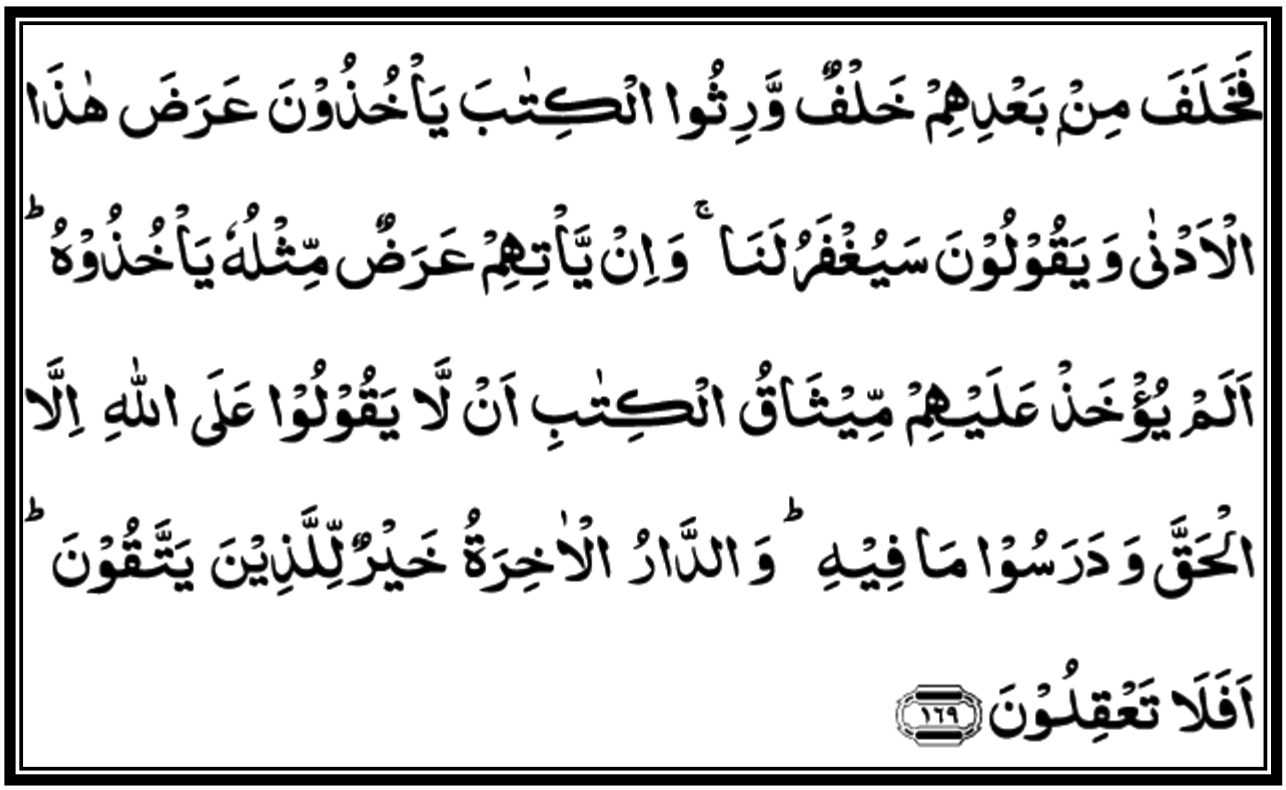
فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ وَّرِثُوا الۡكِتٰبَ يَاۡخُذُوۡنَ عَرَضَ هٰذَا
الۡاَدۡنٰى وَيَقُوۡلُوۡنَ سَيُغۡفَرُ لَنَا ۚ وَاِنۡ يَّاۡتِهِمۡ عَرَضٌ مِّثۡلُهٗ يَاۡخُذُوۡهُ ؕ
اَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِمۡ مِّيۡثَاقُ الۡكِتٰبِ اَنۡ لَّا يَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا
الۡحَقَّ وَدَرَسُوۡا مَا فِيۡهِ ؕ وَالدَّارُ الۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّلَّذِيۡنَ يَتَّقُوۡنَ ؕ
اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿١٦٩﴾

অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, আমাদেরকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে নেওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যাতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যায়ন করে। যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না? (সূরা আল আরাফ ৭:১৬৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আনফাল ৮:৬

৯. তোমরা চাইছো দুনিয়ার সম্পদ, আর আল্লাহ চান আখেরাত (মুমিনদের জন্যে)।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ
عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٧﴾

দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
(সূরা আল আনফাল ৮:৬৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তওবা ৯:১৮

১০. আল্লাহর মসজিদে রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না।

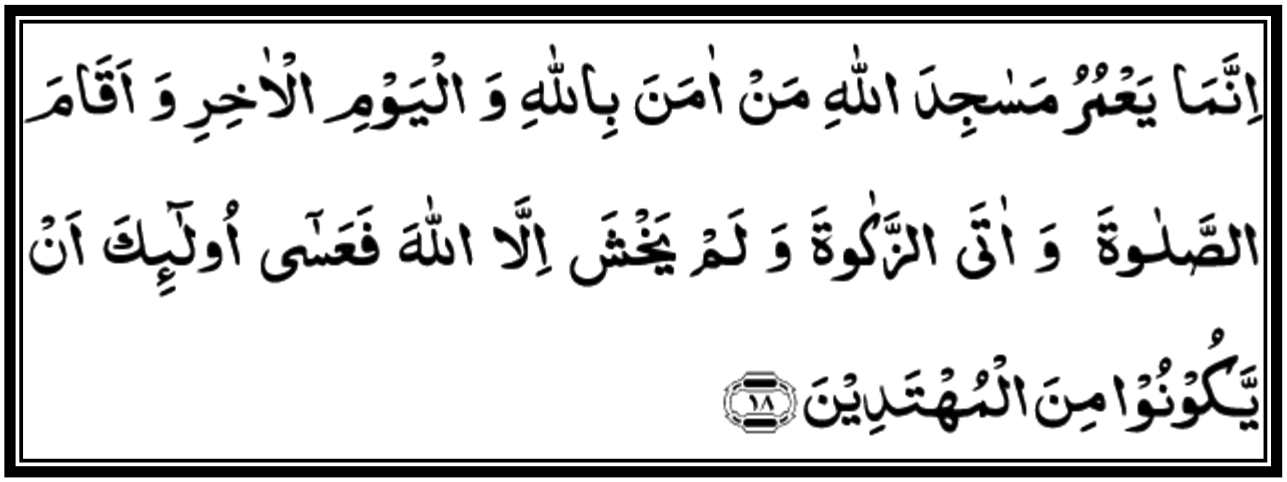
اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ
يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

তাহারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষনাবেক্ষন করিবে, যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তাহারা হইবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আত তওবা ৯:১৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তওবা ৯:১৯

১১. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদুল হারামের রক্ষনাবেক্ষন করাকে ঐসব লোকদের কাজের সমান গন্য করছো, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে?

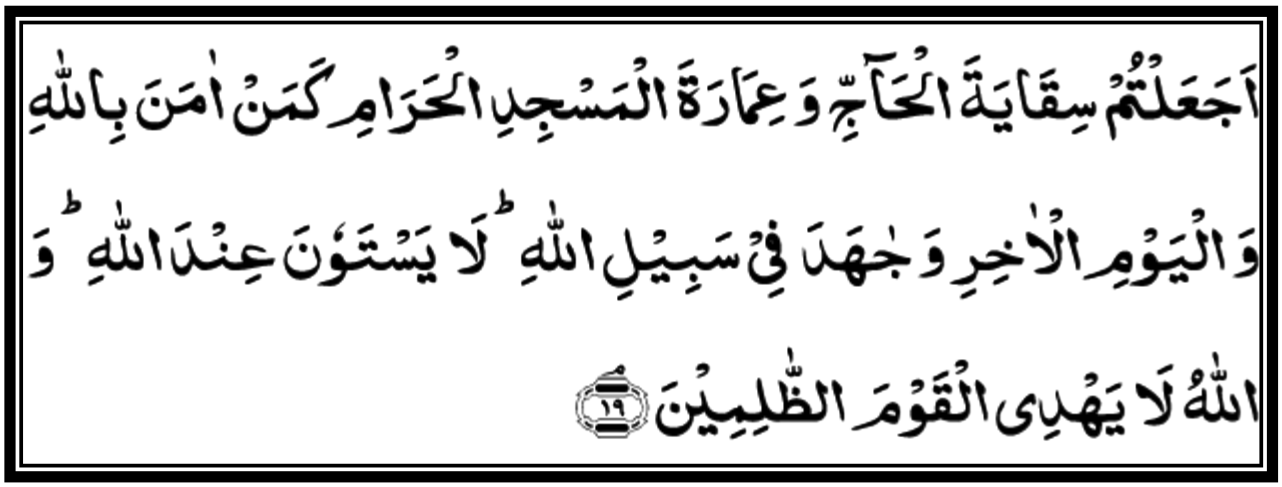
اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষনাবেক্ষন করাকে তোমরা কি তাহাদের পূণ্যের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট উহারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা আত তওবা ৯:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তওবা ৯:২৯

১২. যারা ঈমান আনে না আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি, সত্যদিনের আনুগত্য-অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষদিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দিন অনুসরণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।
(সূরা আত তওবা ৯:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তওবা ৯:৩৮

১৩. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, তোমাদের যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তোমরা জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাক? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে রাজি হয়ে গেছো?

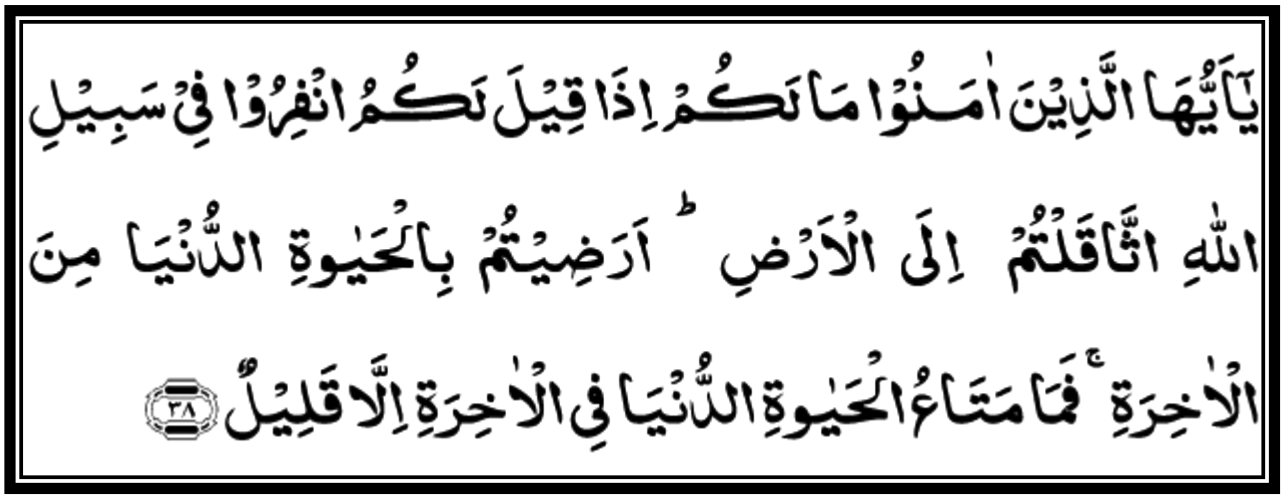
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٣٨﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হইলো যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূমিতে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর!
(সূরা আত তওবা ৯:৩৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত তওবা ৯:৪৪,৪৫

১৪. যারা আল্লাহ আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে যাবার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি চায় না।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আত তওবা ৯:৪৪)

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাঁহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয় দ্বিধাগ্রস্ত। (সূরা আত তওবা ৯:৪৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আত তওবা ৯:৬৯</u>

১৫. এরাই (মুনাফিকরা) সেসব লোক, দুনিয়া ও আখেরাতে যাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। আর এরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا
وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي
خَاضُوا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾

তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাঁহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক, এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। উহারা যেইরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেইরূপ আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ। উহারাই তাহারা যাঁহাদের কর্ম দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আত তওবা ৯:৬৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আত তওবা ৯:৭৪**

১৬. আল্লাহ তাদের (কাফির ও মুনাফিকদের) আযাব দেবেন এক বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে।

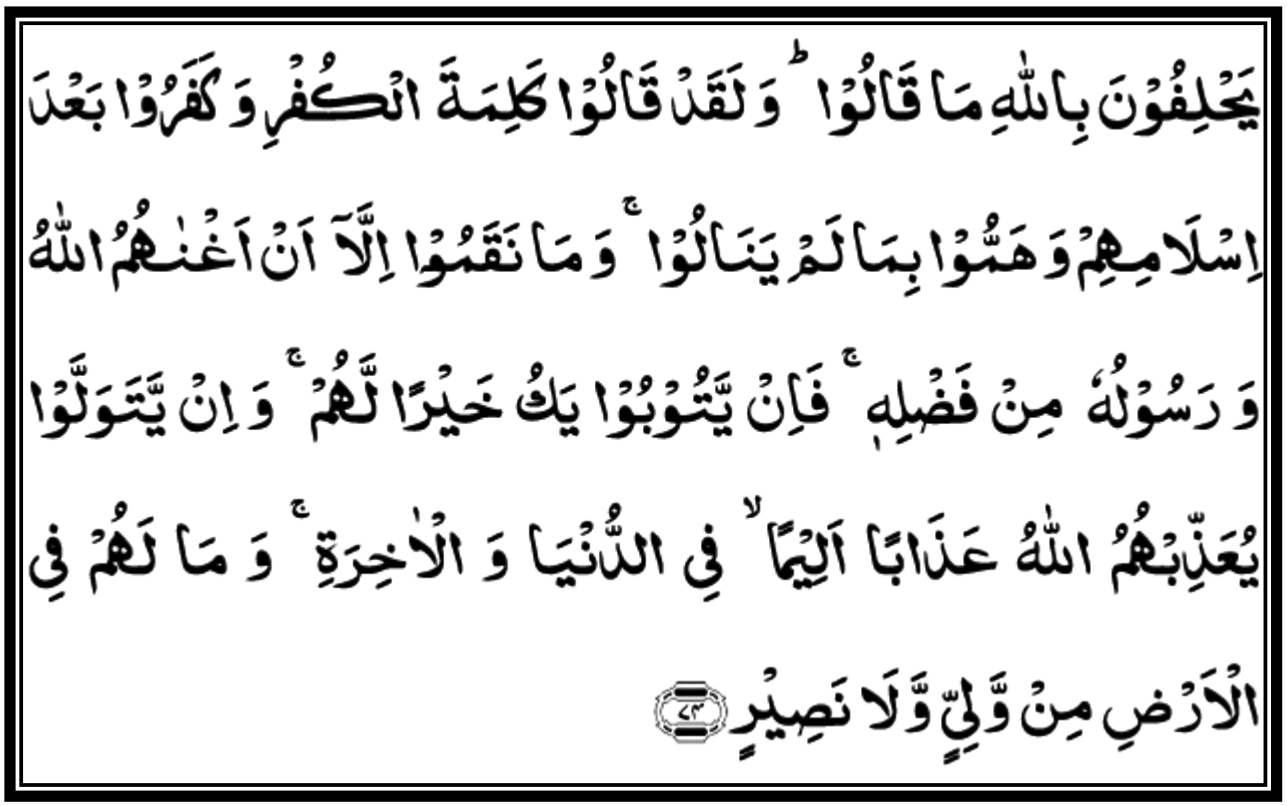
يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ
اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى
الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

উহারা আল্লাহর শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহার তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে; উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ ও তাহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভালো হইবে, কিন্তু উহার মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখিরাতে উহাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদের কোনো অভিভাবক নাই এবং কোনো সাহায্যকারীও নাই। (সূরা আত তওবা ৯:৭৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আত তওবা ৯:৯৯**

১৭. মরুবাসী বেদুঈনদের কিছু লোক ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি এবং তারা যা ব্যয় করে, সেটাকে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দয়া লাভের উপায় মনে করে।

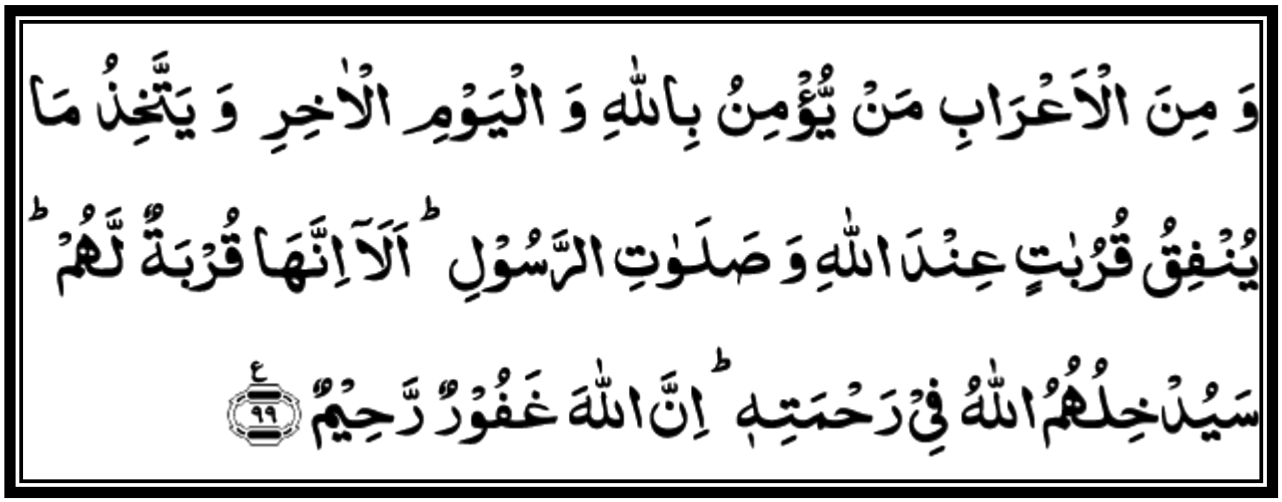
وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ তাহাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
(সূরা আত তওবা ৯:৯৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ইউনুস ১০:৬৫**

১৮. তাদের (ঈমানদার ও মুত্তাকিদের) জন্যে রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

উহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তিই আল্লাহর; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
(সূরা ইউনুস ১০:৬৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:১৬

১৯. আর আখেরাতে তাদের (কাফিরদের) জন্যে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا
صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

উহাদের জন্য আখিরাতে দোযখ ব্যাতিত অন্য কিছুই নাই এবং উহার যাহা করে আখিরাতে তাহা নিস্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক। (সূরা হুদ ১১:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:১৯

২০. যারা বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহর পথে এবং তাতে সন্ধান করে বক্রতা এবং যারা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।

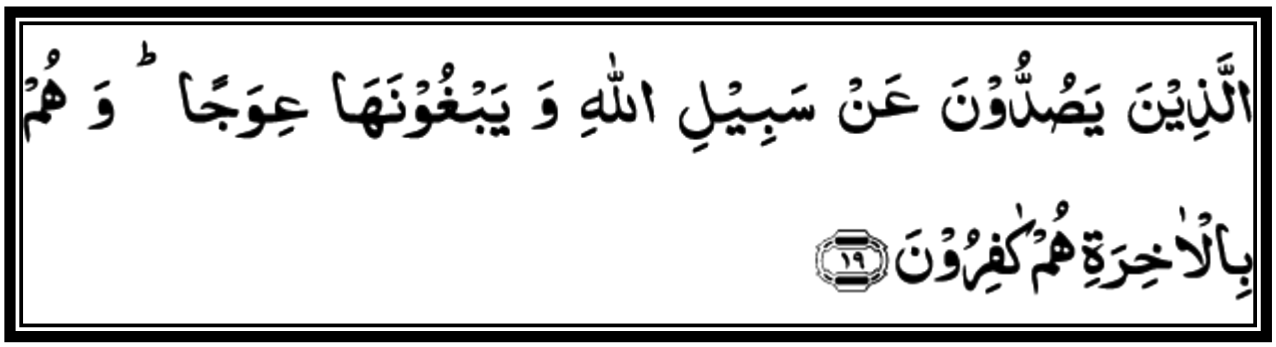
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

যাহারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; এবং ইহারাই আখিরাতে প্রত্যাখান করে। (সূরা হুদ ১১:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:২২

২১. কোনো সন্দেহ নেই, আখেরাতে তারা (মুশরিকগণ) হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

নিঃসন্ধেহে উহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা হুদ ১১:২২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা হুদ ১১:১০২,১০৩**

২২. এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন তাদের জন্যে, যারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ
شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾

এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি! তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে। নিশ্চয়ই তাহার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। (সূরা হুদ ১১:১০২)

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ
لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে। ইহা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে; (সূরা হুদ ১১:১০৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ তার বান্দাহেদরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তিনি চান না তার বান্দাহরা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হোক। সেজন্যেই তিনি বারবার বিভিন্ন দরদমাখা ভাষায় পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনার এবং আমলে সালেহ করার জন্যে। এবং আখেরাতের আযাবকে ভয় করে নিজেদের আমল সংশোধন করার জন্যে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/